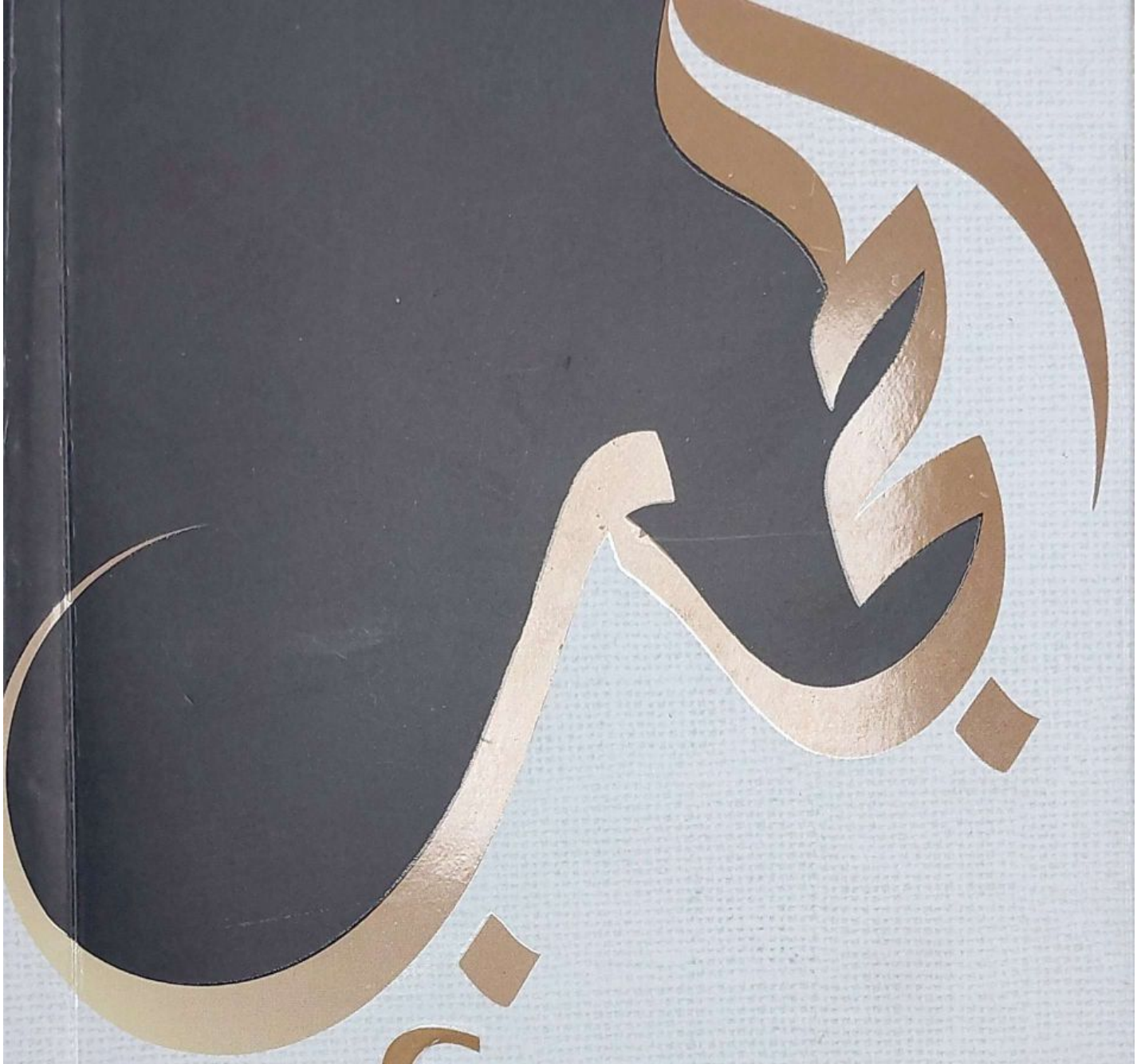

হিজাব

নিজেকে আবৃত করুন

যাইনাব বিনতে মুহাম্মাদ আলী

কুলব

প্রিয় বোন আমার! দুই টাকার শ্যাম্পুর প্যাকেটে , পাঁচ টাকার আচারের প্যাকেটে তোমার ছবি কেন? তোমাকে অর্ধনগ্ন করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নোংরা দৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে সেই জাহেলি যুগের পন্থায়, কেন তুমি বুঝো না? নারীবাদ আর নারী স্বাধীনতার নামে তোমাকে পণ্য বানানোর মহড়া চলছে সর্বত্র, তুমি কী তা টের পাও না? শয়তান তোমাকে তার খেলনার মতো করে ব্যবহার করছে, কেবলমাত্র সস্তা ভোগ্য পণ্য হিসেবে তোমাকে পেশ করছে, অথচ তুমি বেখবর! কবে তোমার হুঁশ ফিরবে? তোমার এহেন লজ্জাজনক নব্য জাহিলিয়্যাতকে রুখবে হবে, তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। ফিরে এসো বোন, ফিরে এসো - কাফনের কাপড়ে আবৃত হওয়ার আগেই, হিজাবে আবৃত করো নিজেকে।

হিজাব

নিজেকে আবৃত করুন

যাইনাব বিনতে মুহাম্মাদ আলী

সম্পাদনা

মুফতি আরিফ মাহমুদ

উস্তাজুল হাদিস, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইমদাদুল উলুম

পলাশ, নরসিংদী

মাকতাবাতুল ক্লাব

মুক্ত সাহিত্যের বিকাশ

অর্পণ

'আমার লেখালেখির পেছনে যার অবদান সবচে' বেশি, আমার কাছের বন্ধু, আমার প্রিয়তম, 'মুহাম্মাদ আরমান সোহেল' আপনাকে!'

আপনি তো আমার রবের দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার। নির্মল এই শহরে আমি ভালো আছি আপনি আছেন বলে। সুন্নাহর রঙে রঙিন হোক আপনার জীবন। আপনার ইমান হয়ে ওঠুক আরও বেশি জ্যোতিষ্মান। এই প্রত্যাশায়....!

আর হ্যাঁ, আপনার প্রতি প্রচুর ভালোবাসা... আমার জীবনটাকে আরও সুন্দর ও অর্থপূর্ণ করার জন্য। আমায় সহ্য করার জন্য। আমায় ভালোবাসার জন্য। পুষ্প হাতে জান্নাতেও আমার জন্য অপেক্ষায় থাকবেন—বর বেশে।

আমার শ্বাশুড়ি আম্মা মুহতারিমা শামসুন নাহারকে, যিনি আমায় নিজ কন্যার মতো ভালোবাসেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে হায়াতে তাইয়্যিবা দান করুন।

আমার নানুমণি, একমাত্র খালামণি (ফাতেমা নারগিস) এবং প্রিয় আন্টিকে (উম্মে আবদুল্লাহ)। রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে সবসময় হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। আমিন।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৯

- হিজাব বা পর্দার বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য ৯
- হিজাব বা পর্দার মর্যাদা ৯
- পর্দা-বিধান সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ ১০
- হিজাব নারীর পবিত্রতা ১১
- হিজাব নারীর আত্মসম্ভ্রম ১২

ভূমিকা ১৩

হিজাব কী? ১৫

বোরকা কেমন হওয়া উচিত? ১৭

হিজাবের নামে ফ্যাশন ১৯

প্রাপ্তবয়স্ক হলেই পর্দা ফরজ হয়ে যায় ২১

তাকওয়ার পরিচ্ছদ ২২

পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য পর্দার নির্দেশ ২৩

নারী-পুরুষ পরস্পর দৃষ্টি না দেয়া ২৫

নারীকে নারী হতে পর্দা ২৮

দুধ-সম্পর্কের মাহরামের সাথে পর্দার বিধান ৩০

স্বামী-স্ত্রীর পর্দা ৩২

ডিভোর্সের পরে স্বামী-স্ত্রীর পর্দা ৩৪

মাহরাম ও গাইরে মাহরাম ৩৬

হিজাব সম্পর্কে আল্লাহর মেসেজ ৩৯

হিজাব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেসেজ ৪৬
বড় ফিতনা ৫২
মাহরাম পুরুষ বিহীন নারীর সফর ৫৪
সুগন্ধি মেখে নারীদের মাসজিদে যাওয়া ৫৭
মুখমণ্ডল আবৃত ৫৯
পর্দার ক্ষেত্রে ভ্রূ কি ঢাকতেই হবে? ৬৫
ড্রাইভার ও চাকরের সাথে পর্দা ৬৭
সন্তানের মৃত্যুও কাবু করতে পারেনি যাকে ৬৮
স্বামী যদি পর্দা করতে বাঁধা দেয়, তাহলে স্ত্রীর কী করণীয়? ৬৯
দাইয়ুস কী ও কারা ৭০
তারা ফেমিনিস্ট ৭৩
আমার পর্দা স্মৃতি ৭৪
হিজাব ইজ মাই চয়েজ! ৭৬
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যভিচার ৭৯
মানুষ অভ্যাসের দাস ৮৩
পাছে লোকে কিছু বলে ৮৫
হিজাব পরিধান করে ফেসবুকে ছবি আপলোড ৮৭
পর্দানশিন নারীকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করার শাস্তি ৯১
পাত্রপক্ষের সামনে পাত্রী নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করবে ৯৩
বিয়ের অ্যাঙ্গেজমেন্ট এবং ভিডিওর মাধ্যমে পাত্রী-দর্শন ৯৫
সহশিক্ষার বিষফল ৯৭
ধর্ষণ প্রতিরোধে ইসলাম ১০২
যিনা ও ধর্ষণের পরিচয় ১০৩
যিনা এবং অনুতাপ ১০৪
- যিনা বা ধর্ষণের হুকুম ১০৮

- যিনা বা ধর্ষণের কারণ ১০৮
- যিনা বা ধর্ষণের শাস্তি ১১০
- ধর্ষিতার করণীয় ১১০
- যিনা ও ধর্ষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে করণীয় ১১১

নারীর রূপচর্চা : বৈধ ও অবৈধতার সীমারেখা ১১২

- নারী পুরুষের বেশ ধারণ ১১২
- সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিক সৃষ্টির বিকৃতি ঘটানো ১১৩
- ফেক আইল্যাস ১১৪
- নারীর চুল কাটার বিধান ১১৪
- চুলে খেজাব বা মেহেদির ব্যবহার ১১৯
- নারীর চুল কালার করার বিধান ১২০
- কপালে টিপ দেয়া ১২১
- ভ্রূ প্লাক করার বিধান ১২২
- ঘণ্টাযুক্ত নুপুর পরা ১২৩
- নখ লম্বা রাখার বিধান ১২৩
- নেইলপলিশ ব্যবহারের বিধান ১২৪

নারীর সৌন্দর্য কে ভোগ করবে? ১২৬

ইদ্দত পালন অবস্থায় সাজ-সজ্জা গ্রহণ ১২৮

দেখে পুরুষ মুগ্ধ হলে ১৩২

ইমানি কসমেটিকস ১৩৪

ফ্যাশন বাজেট ১৩৫

পাশ্চাত্য সভ্যতার বেড়াজালে নারী ১৪২

সমাজে বিপ্লব ঘটাই ১৪৫

হাফ ইয়ার সেলিব্রেশন ১৪৬

শেষের পাতা ১৫১

লেখিকা পরিচিতি ১৫২

সম্পাদকীয়

হিজাব পরা কি নারীর স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ না-কি অন্যের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে হিফাজত করে তার পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা?

হিজাব—মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং নারীজাতির নিরাপত্তা ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। ইসলামি শরিয়া নারীর হিজাবের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে হিজাব। এতে নারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হয় সমুন্নত-সুউচ্চ।

হিজাব বা পর্দার বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য

নারীর চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব শর্তারোপ করা হয়েছে তা কেবল তাকে সংরক্ষণ করার জন্যই। চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা সৌন্দর্যের প্রকাশের কারণে যেসব বিপর্যয় বা ক্ষতি হতে পারে তার পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই এই হিজাব বা পর্দার বিধান। এটা নারী-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপণের জন্য নয় বরং নারীকে অন্যের লোলুপ দৃষ্টির দংশন থেকে রক্ষা করা এবং তার পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের মানকে সংরক্ষিত করাই হিজাব বা পর্দা-বিধানের মূল উদ্দেশ্য।

হিজাব বা পর্দার মর্যাদা

হিজাব বা পর্দা মহান আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশ। এ নির্দেশ মেনে চলা

প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ। শুধু পর্দা নয়, আল্লাহ ও তার রাসুলের সব নির্দেশ মেনে চলা প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর ওপর ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'আল্লাহ এবং তার রাসুল কোনো আদেশ করলে কোনো ইমানদার পুরুষ ও নারীর সে-বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার কোনো অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ অমান্য করবে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।'[১]

পর্দা-বিধান সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ

> 'ইমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। তারা যেন সাধারণত প্রকাশমান স্থান ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।'[২]

> 'তোমরা ঘরের ভেতরে অবস্থান করবে; মূর্খতা-যুগের অনুরূপ (বেপর্দা হয়ে) নিজেদের প্রদর্শন করবে না।'[৩]

> 'তোমরা তাঁর স্ত্রীগণের কাছ থেকে কোনো কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।'[৪]

> 'হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রী ও কন্যাদের এবং মুমিনদের স্ত্রীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।'[৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে পাকে ঘোষণা দেন—

> 'নারীজাতি হচ্ছে গোপন বস্তু।'[৬]

---

[১] সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৬।
[২] সুরা নুর, আয়াত : ৩১।
[৩] সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৩।
[৪] সুরা আহজাব, আয়াত : ৫৩।
[৫] সুরা আহজাব, আয়াত : ৫৯।
[৬] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ১১৭৩।

হিজাব নারীর পবিত্রতা

খোলামেলা চলাফেরা করার চেয়ে হিজাব বা পর্দা পরে চলাফেরা করা নারীদের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ। এতে নারীরা অন্যের হয়রানির শিকার হওয়া থেকেও মুক্তি পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রী ও কন্যাদের এবং মুমিন স্ত্রীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।'[১]

নারী পর্দা বা হিজাবে নিজেকে ঢেকে রাখবে। এতে সে পূত-পবিত্র ও সংরক্ষিত থাকবে, হিজাব বা পর্দা পরার কারণেই বখাটে লোকজন তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে; তাকে উত্যক্ত করতে সুযোগ পাবে না। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে—অপরের কাছে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ পেলেই তাকে কষ্ট, ফিতনা ও অকল্যাণের সম্মুখীন হতে হয়।

পর্দা শুধু নারীর জন্য নয়; নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জরুরি। এ আয়াতে পর্দাকে মুমিন নারী-পুরুষের হৃদয়ের পবিত্রতার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা চোখ যখন দেখে তখন হৃদয় তা কামনা করে। আর এজন্যই কুদৃষ্টিপাত থেকে ফিরে থাকা—হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার কারণ এবং ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার সুস্পষ্ট মাধ্যম।

সেই সাথে পর্দা বা হিজাব বিনষ্ট করে দেয় কলুষিত হৃদয়ের মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে। এজন্য নারীজাতি পরপুরুষের সঙ্গে কখনো নম্র ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'হে নবী-পত্নিগণ, তোমরা অন্য নারীর মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে (পরপুরুষের সঙ্গে) কোমল কণ্ঠে কথা বল না; ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা প্রলুব্ধ হবে। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।'[২]

---

[১] সুরা আহজাব, আয়াত : ৫৯।

[২] সুরা আহজাব, আয়াত : ৩২।

হিজাব কী?

হিজাব আরবি শব্দ। পর্দা ফার্সি শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। হিজাব বা পর্দার বাংলা অর্থ—আবৃত বা গোপন করা, কাভার করে রাখা, নিজেকে আড়ালে রাখা, বস্ত্রাদি দ্বারা নিজের সৌন্দর্য ঢেকে নেয়া, ইত্যাদি। হিজাব ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য ফরজ বিধান। হিজাব নারীর ব্যক্তিত্বকে সুন্দর করে। নারীর জন্য পবিত্রতার প্রতীক হলো হিজাব। শরিয়াহ মোতাবেক নারী-পুরুষ পরস্পর চোখ, কান, কণ্ঠ ও মানসিকতার আদান-প্রদান থেকে নিজেকে বিরত রাখাই হলো পর্দা।

আজাদের মতো লোকেরা অমূলকভাবেই হিজাব নিয়ে খোঁচাখুঁচি করেন। প্রগতি কিংবা নারী-অধিকার এদের কাছে বিবেচ্য সাবজেক্ট নয়। খোদ ড. আজাদ নিজেই হিজাব বিধানের বেশ জোরালো সমালোচনা করেছেন। তারা মূলত নারী-প্রগতির নামে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চান।

হিজাব বা পর্দা অর্থ শুধু ড্রেসের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজ-ব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ রিলেশন এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের বিভিন্ন সিস্টেম রয়েছে।

অনেকের দৃষ্টিতে হিজাব মানেই জামার সাথে ম্যাচ করে এক টুকরো কাপড় মাথায় প্যাঁচানো, যা ফ্যাশন হিশেবে ইদানিং পরিধান করতে দেখা যায়। হিজাব মানে স্কার্ফ নয়। শুধু স্কার্ফ পরলেই হিজাব পরার হক আদায় হবে না। কারণ হিজাব নারীদের শোভন ড্রেসকেও কাভার করে রাখে, যার সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ পায় না। আর তা অন্য পুরুষের সামনে প্রকাশ না করার বিধান জারি করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তাআলা।

নারীদের সুন্দর ও চমৎকার ড্রেসগুলো যদি হিজাবে আবৃত না থাকে তবে তাকে হিজাব পরিধান বলা যায় না। যখনই আকর্ষণীয় ও সুন্দর ড্রেসগুলো হিজাবে আবৃত থাকে তখনই বলা হয়ে থাকে যে, হিজাবে আবৃত হয়েছে। হিজাবি নারী কর্মক্ষেত্রসহ সব স্থানে সম্মান ও নিরাপত্তা বেশি পায়। পর্দা করলে নারী সম্মানিতা। একজন বেপর্দা নারী তার কুপ্রবৃত্তি দ্বারা একটি সমাজকে অনায়সে অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

বোরকা কেমন হওয়া উচিত?

বোরকা হবে—এমন একটি ড্রেস যার দ্বারা মাথার উপরিভাগ থেকে পা পর্যন্ত পুরো দেহ আচ্ছাদিত থাকবে। কৃষ্ণ কালো পোশাকটি এমন ঢিলেঢালা থাকবে যার কারণে দৈহিক অবকাঠামোর কিছুই বাহির থেকে অবলোকন করা যাবে না এবং চোখের ওপরে এক ধরনের জালি-সদৃশ আবরণ থাকবে, যা দিয়ে নারী বাহিরে দেখতে পারবে; কিন্তু, বাহির থেকে পুরুষেরা ভেতরের কিছুই দেখতে পাবে না। পুরুষেরা বুঝতে পারবে না ভেতরের পর্দানশিন নারীটি কি কিশোরী, নাকি যুবতি, নাকি বৃদ্ধা! তিনি ফর্সা, নাকি শ্যামলা, নাকি কালো!

বর্তমানে মার্কেটে অসংখ্য ডিজাইনের বোরকা এসেছে এবং নারীরা আকর্ষণীয় বোরকা পরিধান করছে। কেউ কেউ থ্রি কোয়াটার বোরকার সাথে স্কিন টাইট চিপা প্যান্ট, জিন্স পরিধান করছে। বাহারি ডিজাইন এবং টাইটফিট বোরকার কারণে পুরুষরা সেইসব অর্ধ-হিজাবিদের প্রতি অনায়াসেই আকৃষ্ট হচ্ছে। তারা মনে মনে ভাবতে থাকে, এত্ত সুন্দর বোরকা, এত্ত চমৎকার ফিগার, না জানি ভেতরে কী মনিমুক্তো লুকিয়ে আছে!

প্রিয় বোন! যদি পরপুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য ডিজাইন করা বোরকা পরিধান করা হয়, তাহলে খারাপ নিয়তের কারণে আপনাকে গুনাহগার হতে হবে। যে বোরকা নারীদের সৌন্দর্য্য ঢেকে রাখে না বরং আরো জমকালোভাবে প্রকাশ করে, তা কি কখনো বোরকা হতে পারে?

বোরকা কখনোই পাতলা, আঁটসাঁট ও স্বচ্ছ হতে পারে না। অতএব, যে বোরকা